এমন একটা তুমি চাই

সামিরা সিদ্দীকী

মনন প্রকাশ

ভূমিকা

মানুষের মনে যে ভাবনা প্রতিনিয়ত খেলা করে তার শিল্পসম্মত প্রকাশ হচ্ছে কবিতা।

আমি কবি নই। তবে হাজার ভাবনা এসে আমার মনে ভিড় করে। কবিতার মতো বলতে ইচ্ছে করে। লিখতে ইচ্ছে করে না। কবিতা লিখতে হলে কবিতার ব্যাকরণ জানতে হয়। এটা এক দুরূহ ব্যাপার।

প্রিয়জনদের উৎসাহে এবার সাহস করেছি লেখার। কবিতা হয়েছে কি না তা পাঠক বলতে পারবেন। তবে একটা আত্মতৃপ্তি আছে, বিচ্ছিন্ন সব ভাবনাগুলো একটি গুচ্ছে ধরে রাখতে পারছি।

এই কবিতাগুলো একান্তই আমার। লেখার অক্ষমতাও আমার। একটি কবিতাও যদি কারো ভালোলাগে আগামীর অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ধন্যবাদ।

মনপবন

মনপবনের নৌকা আমার উজান বাইয়া চলে
ঢেউয়ের তালে মন যে আমার কতই কথা বলে।

ক্লান্ত পথিক জিরায় যখন তাল-তমালের ছায়
ইচ্ছে করে আমিও বসি ঘেঁইষা তাহার গায়।
বলি আমি তার সঙ্গে ভাই দুইটা মনের কথা
এতে যদি জুড়ায় কিছু আমার মনের ব্যথা
সুধাই তারে বন্ধু আমার ভাবছ তুমি কি?
গাঁয়ের বাড়ি তোমার সাথে আমায় নিবানি?
ডাল-পাতরি খাব আমি তোমার মায়ের হাতে
মুখপানে তার চাইয়া রবো খাবার দিলে পাতে,
মায়ের দুঃখ ভুলব খানিক ছুঁইয়া তাঁর পা,
বিদায় নেবো হাসি মুখে কষ্ট পাব না।

গাঁয়ের বধূ জলকে চলে কলসি নিয়া কাঁখে
লজ্জা ভরে ঘুমটা টানে পথের বাঁকে বাঁকে
আলতা রাঙা পা'দুটি তার ভিজায় যবে জলে
ইচ্ছা করে আছড়ে পড়ি ঢেউয়ের ছলে ছলে।

মন যে আমার উইড়া বেড়ায় মুক্ত পাখির মতো
স্বপ্ন আমি দেখব যে ভাই বাঁধা আসুক যত।

সবুজ শ্যামল নদী ঘেরা আমার সোনার দেশ
শত ব্যথার মাঝেও তবু থাকব আমি বেশ।

অনুভব

ইচ্ছেগুলোকে হত্যা করতে দেখেছি
নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে,
পাঁজরের হাড় কী করে ভাঙে তা অনুভব করেছি
তিল তিল করে।

বাস্তবতার কাছে হাসিগুলো কীভাবে হেরে যায়
তার সাক্ষী হয়েছি আমি।

হৃদয় ভাঙার শব্দ শুনেছি খুব কাছ থেকে
চোখে বাঁধভাঙা জল কেন আসে
তার প্রমাণ খুঁজে পেয়েছি।
হাজার "কেন"-এর ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে।

"কেন"গুলোকে ডানে বাঁয়ে ছুড়তে ছুড়তে
এক সময় খুঁজে পেয়েছি নিজেকে
নিথর আমি!

অথচ গায়ে আঁচড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই!
উত্তর না পাওয়া হাজার প্রশ্ন ক্ষত-বিক্ষত
করেছে আমাকে
যা শুধু উপলব্ধি করা যায় অনুভব দিয়ে॥

ভালোবাসা

ভালোবাসার কবিতা আমি লিখতে জানি না,
শুধু জানি–
ভালোবাসা নামটা ধ্বনিত হলে
হৃদয়ের খুব কাছে
মনের মধ্যে কী যেন অনুভব করি,
শিউরে ওঠে শরীর চরম ভালোলাগায়
তবে কি সে পরশ পাথর?
যার পরশে সমস্ত কষ্টের কলিগুলি
পাপড়ি মেলতে শুরু করে
পরিণত হয় পূর্ণ ফুলে
হয়ে ওঠে চির যৌবনা!
সবার জীবনে নাকি ভালোবাসা আসে
আমার জীবনে কি সে কখনো এসেছিল?
হয়তো এসেছিল কৈশোরে, যৌবনে
অথবা বহমান সময়ে
আমি বুঝিনি, লক্ষ্য করিনি তার পদচারণা
কী ভুল করেছি আমি?
অন্তত ভালোবাসাকে নিজের মধ্যে
ধারণ করতে পারতাম।
তারপরও ভালাবাসা, ভালোবাসা শব্দটি
আমাকে আন্দোলিত করে
ছুঁয়ে যায় মননকে।

অনুভূতি

কিছু কিছু কান্না নিয়ে আসে সুখ
কিছু আনে গভীর হতাশা
বুকের মধ্যে জমে থাকা মেঘগুলো
কান্না হয়ে অঝোরে ঝরে।
আবার খুব আনন্দেও চোখ অশ্রুসিক্ত হয়
জানি না আমার কান্নার নাম কী?
হয় তো সুখ, হয়তো হতাশা
নয়তো অন্য কিছু!
হাসলেও কান্না আসে দু'চোখ ভরে।
কান্না! তোমাকে জানতে ইচ্ছে করে
কোথা থেকে আসো তুমি?
কোথায় তোমার ঘর?
সবাই বলে চোখ নাকি কথা বলে–
তারা কি তোমার বোবা কান্না দেখতে পায়?
বুকের মাঝে গুমরে উঠা কান্না কি
তাদের স্পর্শ করে?
নাকি সে কান্না শুধু কান্নাই হয়ে রয়?

তবুও

মনে রেখো ভুলো না আমায়
যদি নতুনের কাছে পুরাতন হেরে যায়,
তবুও মনে রেখো।
আমি ছিলাম, আছি, থাকব,
ফিরে আসব আবার
হয়তো অন্য কোনো বেশে।
কোনো এক ভোরে রক্তিম সূর্য হয়ে
নয়তো নববধূর চুড়ির নিক্বণে
বা কোনো গোধূলি লগ্নে
পাখির কলরবে।
অথবা কোনো তানপুরার সুরের মূর্ছনায়।
এমনওতো হতে পারে
আমি এলাম তোমাদের ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে,
রইলাম তোমাদের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি।
মনের ভুলে নিজের অজান্তে,
পরম স্নেহে তুলে নিলে আমায়,
ভালোবাসলে আগের চেয়েও অনেক বেশি।
অথবা রইব তোমাদের ভালো লাগার সৌরভে।
তবুও আমি থাকব
নিভৃতে, যতনে তোমার মাঝে,
তুমি হয়তো জানবে না, বুঝবে না
আমার বিচরণ
তবুও আছি, থাকব।

তুমি

ঘুম থেকে জেগেই যেন কেমন
নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল নিজেকে।
চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতেই দেখি
ভিড় জমছে পার্লারে;
অগত্যা হেয়ালিপনা ফেলে শুরু করলাম কাজ।
আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে
সাথে সাথে বাড়ছে আমার ক্লান্তি
এখন আর পারছি না।
হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে বেজে উঠল মোবাইলের রিং
বিরক্ত লাগছিল, তবুও এক নজর দিলাম ফোনে
নামটা দেখে চমকে উঠলাম আমি!
কাজ ফেলে ধরলাম ফোনটা
ওপার থেকে– "হ্যালো কী করছেন?"
আমি নির্বাক।
'খেয়েছেন তো?'
একটি কথা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল
দূর– বহুদূর।
মনে হলো আমি আর নিঃসঙ্গ নই
কেউ আছে আমার পাশে।
যেদূর অজানায় বসে ভাবছে আমার কথা,
আমি হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে লাগলাম
এতক্ষণের ক্লান্তি কোথায় হারিয়ে গেলো!
যা দেখছি, যা করছি, সব ভালো লাগছে
ভীষণ গান শুনতে ইচ্ছে করছে
মনটা ভেসে চলেছে স্রোতে, মেতে উঠেছে দুরন্তপনায়
যাকে বশ করা শুধু কঠিন না অসম্ভবও,
কয়েক মুর্হূতে ঘটে গেল সব
এ কোন ভালো লাগা?
তবে কি এর নাম "ভালোবাসা"।